ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ইসলামে নেতৃত্ব প্রক্রিয়া

মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন*

Leadership in Islam. Md. Golam Mohiuddin

Abstract : Leadership in Islam is a trust. Often, it takes the form of an explicit contract or pledge between a leader and his followers that he will try his best to guide them, to protect them and to treat them fairly and with justice. Hence, the focus of leadership in Islam is on integrity and justice. Given the recent emphasis on ethical behaviour in the leadership literature (Kouzes and Posner, 1995), an examination of the moral bases of leadership from an islamic perspective may provide some interesting insights for the field of leadership in general. In this paper, we will examine what leadership is from an islamic perspective, discuss the moral dimension of leadership and uncover the characteristics of leaders and followers as suggested by Islam.

ইসলামে নেতৃত্ব একটি প্রত্যয়ের নাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি নেতা এবং তার অনুসারীদের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি বা অঙ্গিকারের রূপ নেয় যে, নেতা তাদের পরিচালনা ও সুরক্ষা করবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ও ন্যায় সঙ্গত আচরণ করবে। একারণে ইসলামী নেতৃত্ব বিশুদ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতা সংহত। সম্প্রতি নেতৃত্ব সম্পর্কিত সাহিত্যে নৈতিক আচরণের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তির অনুসন্ধানে কয়েকটি আকর্ষণীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও তার নৈতিক মাত্রাসমূহ অনুসন্ধান এবং ইসলামের প্রস্তাবনা অনুসারে নেতা ও অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* প্রভাষক, ডিবিএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

নেতৃত্বের সংজ্ঞাঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

সর্বপ্রথমেই বলতে হয়, নেতা বা অনুসারী হিসাবে মুসলমানদের আচরণের ভিত্তি হলো আল্লাহর বাণী যা ঐশীগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের নবী মোহাম্মদ (সা.) সর্বযুগের মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। এই বিশ্বাস মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত আল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত।

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (আল কোরআন)।

এটিই মোহাম্মদ (সা.) এর দৃষ্টান্ত, মুসলিম নেতা ও অনুসারীরা যার অনুসরণের চেষ্টা করে। নবী মোহাম্মদ (সা.) এর মতে ইসলামী নেতৃত্ব ক্ষুদ্রতম কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি ব্যক্তিই পরিস্থিতি অনুসারে একটি দলের 'মেষ পালকের' মত নেতৃত্বের একটি অবস্থান জুড়ে থাকে (Sahih Bukhari)। হাদিসে বর্ণিত আছে "তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং প্রত্যেকেই তার অভিভাকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' (Sahih Bukhari)।

জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমানেরা নেতা নির্বাচনে এবং তার অনুসরণে বাধ্য। মোহাম্মদ (সা.) এর মতে, মুসলমানেরা অবশ্যই কোন ভ্রমণে, এবাদতে এবং অন্য যে কোন সম্মিলিত তৎপরতার ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন করবে। অতএব, নেতৃত্বকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, যার মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে একজন নেতা অনুসারীদের স্বতঃপ্রণোদিত অংশ গ্রহণের চেষ্টা করেন। এই সংজ্ঞা হতে সুস্পষ্ট যে, নেতৃত্ব মূলত অপরিহার্যভাবে একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা নেতা স্বতঃস্ফূর্ত অনুসারীদের পরিচালনা করেন। নেতার সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে অন্যদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না।

"ধর্মে কোন জোর দবরদস্তি নেই" কোরআন (২ : ২৫৬)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নেতার প্রাথমিক দুটি ভূমিকা হলো-'সেবক নেতা' ও 'অভিভাবক নেতা'। প্রথমত "নেতা হলেন অনুসারীদের সেবক।" তিনি

অনুসারীদের কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবেন। সেবকরূপে নেতার এই ভূমিকা ইসলামের অংশ হিসাবে তার প্রাথমিক কাল হতেই প্রচলিত। সম্প্রতি Robest Grenleaf এ ধারণার উন্নতি সাধন করছেন (Grenleaf, 1970):

The servant leader is servant first ... it begins with the natural feeling that one wants to serve, to serve first. The best test, and the most difficult to administer, is : do those served grow as persons?

নবী মোহাম্মদ (সা.) মুসলিম নেতার দ্বিতীয় বড় ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন; তা হচ্ছে নিজের সম্প্রদায়কে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা, তাকওয়াকে উৎসাহিত করা এবং ন্যায়বিচার চালু করা। "মুসলিমদের নেতা তার অনুসারীদের ঢাল স্বরূপ" (আল হাদিস)। সেবক বা অভিভাবক হিসাবে একজন মুসলিম নেতা ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ভিত্তিকে ব্যবহার করতে পারে, ইসলাম ক্ষমতার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু একই সাথে এর ব্যবহারে কয়েকটি শিষ্টাচারেরও প্রস্তাব করে।

নেতৃত্ব ও ক্ষমতার ভিত্তি

ক্ষমতা হচ্ছে সেই সামর্থ যা কোন উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য উপায়সমূহকে পরিচালিত করে। নেতৃত্ব সম্পর্কিত সাহিত্যে ক্ষমতার সচরাচর ব্যবহৃত পাঁচটি ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম এই ভিত্তিগুলোকে একত্রে গ্রন্থিত করে কিন্তু বিভিন্নভাবে নিরীক্ষণ করে। বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা সংগঠন ব্যক্তির অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণত ইসলাম মুসলমানদেরকে সক্রিয়ভাবে ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে। কোন পদ লাভের জন্য প্রচারণা, নিজ অগ্রগতি এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে কর্তৃত্বের প্রতি ব্যক্তির মোহকে সুস্পষ্ট করে; মোহাম্মদ (সা.) বলেন-"কর্তৃত্ব

অর্জনের প্রত্যাশা করোনা, কেননা কর্তৃত্ব চেয়ে নেবার ফলে তুমি একায় পরিণত হবে (সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সাহায্যের অনুপস্থিতিতে), এবং অনুরোধ ছাড়াই পদলাভের ক্ষেত্রে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (কর্তব্য পালনে আল্লাহর সাহায্য দ্বারা) (Sahih Muslim)।

সম্ভাব্য সংকট বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এই নির্দেশের ব্যতিক্রম হতে পারে। বিশেষ দক্ষতার অধিকারী হওয়ার কারণে অন্যদের সাহায্যের জন্য একজন ব্যক্তি পদলাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। যেমন ইউসুফ (আ.) মিশরের রাজার নিকট শস্য ভান্ডারের দায়িত্বের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শুভ ইচ্ছা জড়িত কাজ ইসলামের নির্ধারণী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

২। পুরস্কারমূলক ক্ষমতা

পদাধিকারী একজন নেতা সাংগঠনিক কাজে পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। যেমন বেতন প্রদান, প্রত্যাশিত কাজের দায়িত্ব বা পদোন্নতি, ইসলামের ক্ষেত্রেও উহা সমানভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতন প্রদান করতেন। উৎকোচ দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া থেকে তাদের বিরত থাকা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে চাইতেন। ন্যায়সঙ্গত পন্থায় ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে উমর (রা.) একজন বিশিষ্ট ইসলামী নেতাদের একজনে পরিণত হয়েছিলেন।

৩। দমনমূলক ক্ষমতা

সাংগঠনিক পুরস্কার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কর্তৃত্বধারী নেতা অধঃস্তনদের অধিকারসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। ইসলাম দমনমূলক ক্ষমতার বৈধতার স্বীকৃতি দেয় কিন্তু অন্যায়ের দিকে অনুসারীদের বাধ্য করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগকে বাধা দেয়; নবী করিম (সা.) বলেছেন- "নেতার প্রতি আনুগত্য শুধুমাত্র ন্যায়ের ক্ষেত্রে" (সহীহ বোখারী)। সেবক হিসাবে নেতার ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ওমর (রা.) জনগণকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি প্রদান বা সম্পদ গ্রহণের জন্য শাসক ও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইনি, বরং আমি তোমাদের শিক্ষা ও সেবার জন্য নিয়োজিত" (Al-Buray, 1985)।

৪। দক্ষতা ক্ষমতা

নেতৃবৃন্দের কাজ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যগত দক্ষতামূলক কিছু ক্ষমতা থাকে। যদ্বারা সে অনুসারীদেরকে কাজের বিষয় অবহিত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ নামাজের ইমামতির ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানের আলেম হওয়ার কারণে একজনকে বাছাই করা হয় যিনি উক্ত জামাতের সকলের নেতৃত্ব দিতে পারেন। তবে ইসলামে কোন যাজক নেই।

৫। সম্মোহন বা ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা

একজন ব্যক্তিকে যখন অন্যেরা অনুসরণ করে তখন দেখা যায় তার ব্যক্তিত্বে অন্যদের আকর্ষণ করার মত কিছু ক্ষমতা থাকে। যারা জন্মগতভাবে নেতা তারা স্বভাবতঃই সম্মোহন ক্ষমতার অধিকারী। নৈতিক অলৌকিক নেতৃবৃন্দ যেমন মোহাম্মদ (সা.) এবং অন্য সকল নবীগণ মানুষের কল্যাণে শক্তি নিয়োগ করতেন, মানুষের সমালোচনা থেকে শিখতেন, তাঁদের সাহাবীদের অনুসারী থেকে নেতা বানানোর জন্য কাজ করতেন এবং নৈতিকতার মানের উপর নির্ভর করতেন। সম্প্রতি আমেরিকার 'ম্যালকম এক্স' ছিলেন চমৎকার ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মুসলিম নেতা। তাঁর বক্তব্য শুনে ও লেখা পড়ে বহু আমেরিকান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। "ম্যালকম বাস্তব জীবনে দক্ষ বক্তব্যের চেয়েও বেশী কিছু দেখিয়েছেন। উত্তম প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন মানুষের মাঝে। তিনি দেখিয়েছেন এই দৌড় সচেতন সমাজে একজন মানুষের জন্য ধর্ম কি ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে ধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে কিভাবে একজন মানুষ তার নিজের এবং অপরের জীবন ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে" (Barboza, 1994)। ইসলামী নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তিই একজন মুসলিম নেতাকে অন্তর্নিহিত শক্তি হিসাবে পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামী নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তিসমূহ

ইসলামে নেতৃত্ব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে নিহিত। আল্লাহর এবাদতেই তা কেন্দ্রীভূত। "এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ

করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই ইবাদত করিত" (কোরআন-২১ ঃ ৭৩)।

আল্লাহর এবাদত করতে একজন মুসলমান নেতাকে আল্লাহর আদেশ অনুসারে এবং রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক কাজ করতে হবে, এবং তাকে হতে হবে প্রকৃত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহর প্রতি তাঁর ধাপে ধাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বাসেই নৈতিক চরিত্রের উন্মোচন ঘটবে। যা চারটি আধ্যাত্মিক উন্নয়ন তথা-ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহছানের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। এখানে প্রত্যেকটি স্তরকেই ব্যাখ্যা করা হলো-যা কিভাবে একজন মুসলিম নেতাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে তা বুঝা যাবে।

ঈমান

ইসলামে নৈতিক চরিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো ঈমান বা আল্লাহতে এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর উপর বিশ্বাস। ঈমান এক আল্লাহতে এবং তার রাসূল (সা.) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শিখায়। একজন সঠিক ঈমানদার নেতা নিজেকে এবং তার সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহর অধীন মনে করেন। তিনি তাঁর ধ্যান ধারণা, আবেগ সবকিছুকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। ঈমান, পরকাল ও হাশরের দিনের বিচারের কথা বিশ্বাস করতে বলে, যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের ফল পাবে। শক্ত ঈমানদার একজন মুসলিম নেতা কখনোই তাঁর কর্তব্যকে অবহেলা করেন না এবং সবসময়ই ভালো কাজের গুরুত্ব দেন। এই মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য কোরআন ঈমানকে ৬০ বৎসরেরও বেশী সৎকাজের সাথে যুক্ত করেছেন।

যদিও মুসলমানরা সব সময়ই একজন ঈমানদার নেতা চান কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিত্ব সব সময় খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। একটা সংগঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন খাঁটি মুসলিম যার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা কম এবং একজন দক্ষ নেতা যাঁর ইসলামী জ্ঞান কম তাদের মাঝ থেকেই বেছে নিতে হয়। ওমর ইবনুল আসের কথা এখানে আসতে পারে। তিনি মাত্র চার মাসের মুসলিম ছিলেন যখন রাসূল (সা.) কর্তৃক তাকে একটি চূড়ান্ত নেতৃত্বে নির্বাচন করা হয়েছিল। এই

ব্যাপারটা ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক তাঁর 'আসি আসহে আশ শারিয়া' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। একজন দুর্বল নেতা কোন সংগঠনের যেমন পতন নিয়ে আসতে পারেন তেমনি একজন দক্ষ নেতা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

ইসলাম

ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম হচ্ছে মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের নৈতিক ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর। ইসলাম মানে হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ঈমানের জন্যেই একজন নেতা/নেত্রী নিজেকে কখনো সর্বোচ্চ ভাবেন না। আলী (রাঃ) মিশরের শাসক মালিক আল আলতারকে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন "মালিক তোমার কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে তুমি যদি তাদের শাসকও হও খলিফা তোমার শাসক এবং আল্লাহ হচ্ছেন খলিফার উপরেও সর্বোচ্চ শাসক " (Behzadnia, 1981)।

তাক্বওয়া

একজন মানুষ যখন ইসলামের মাধ্যমে তাঁর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাজে সমর্পণ করেন তখন আল্লাহর প্রতি তাঁর একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার জন্ম নেয়। আল্লাহর প্রতি তাঁর এই আবেগ, তাঁর কর্তব্য সচেতনতা এবং তাঁর কাজের সচেতনতাই হচ্ছে তাক্বওয়া।

যখন একজন মানুষ তাক্বওয়ার আলোয় সিক্ত হয় তখন তার মনের ছবি, চিন্তা, আবেগ, কাজ সবকিছুই ইসলামের প্রতিফলন করে। তাক্বওয়াই একজন মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের (বিশ্বাসীদের) তাদের সমাজের যে কোন জনের সাথে অবিচার করা থেকে দূরে রাখবে। "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (কোরআন ১৬ ঃ৯০)।

ইহছান

যখন তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আল্লাহর উপস্থিতি, তখন ইহছান

হচ্ছে আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। আল্লাহর প্রতি এই ভালবাসা একজন মুসলিমকে শিক্ষা দেয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার। মোহাম্মদ (সা.) ইহছানকে এভাবে বর্ণনা করেন- "আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করতে হবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ, যদি তুমি তা অর্জন করতে না পার তবে এমনভাবে ভাবতে হবে যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন" (আল হাদিস)।

এই অনুভূতি যে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন'- একজন মুসলিম নেতা বা অনুসারীদের সর্বোচ্চ সার্থকতার সাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। একজন মুসলিমের ত্বাকওয়ার গুণাবলী এবং ইহছানের গুণাবলীর পার্থক্য বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যায়। সরকারী চাকুরীজীবিদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেন কিন্তু দায়িত্বের অতিরিক্ত কোন কাজ করেন না। আর কিছু লোক আছেন যারা স্বেচ্ছায় দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করেন, তাঁরা শক্তিসম্পন্ন এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মজীবিদের প্রথম দলটি মনে করে তার যে দায়িত্ব পালন করছেন তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। এরা ঐ সমস্ত লোক যাদের মধ্যে তাক্বওয়া আছে। অপরদিকে কর্মজীবীদের দ্বিতীয় দলটিতে আছে ইহছান। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অনুসারী যারা ইহছানের অধিকারী তারা কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও ক্লান্তিহীন ভাবে ইসলামের পতাকা বহন করেন। এই আলোচনা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীরা নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে ঈমান, ইসলাম, তাক্বওয়া ও ইহছানের কোন স্তরে আছেন।

ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে নেতারা ইসলামী আচার আচরণের পাঁচটি মানদণ্ডের উপর বিশেষভাবে জোড় দিয়েছেন। যেগুলো হলোঃ ন্যায় বিচার, পারস্পরিক বিশ্বাস, পূণ্যবানতা, আত্মউন্নয়নের প্রচেষ্টা ও ওয়াদা পালন করা।

১। **ন্যায় বিচার ঃ** ন্যায় বিচার হচ্ছে একটি গতিশীল বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি মুসলমান উন্নয়নের চেষ্টা করবে, হোক সে নেতা কিংবা কর্মী। "হে মুমীনগণ!

আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষাদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাস তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে ইহা তাক্বওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সমস্ত খবর রাখেন" (কোরআন ঃ ৫ :৮)।

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা নেতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন এই ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেছে "যাঁরা বেহেস্তের ব্যাপারে সর্বোচ্চ স্তরে পুরুস্কৃত হবেন।" "এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (কোরআন-২৫ঃ৬৭)।

ন্যায় বিচারের নীতি নেতা ও অনুসারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ মুসলমানদের মৃদু ভৎর্সনা করেন এভাবে-"আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যয়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে।"(কোরআন ঃ ৪-৫৮)। এই কারণে হযরত মোহাম্মদ (সা.) জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, বিচার ব্যক্তি সম্বন্ধীকরণের ক্ষেত্রে আপোষ মিমাংসা হবে না।

২। **পারস্পরিক বিশ্বাসঃ** পারস্পরিক বিশ্বাস পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের ধারণা জোর দিয়ে প্রকাশ করে।

"হে মুমীনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।" (কোরআন-৮ঃ২৭)। ইসলামে শিষ্টাচারের মূল হচ্ছে বিশ্বাস যা সামাজিক সম্পর্কের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু। কোরআনে নেতার সাথে বিশ্বাসের সুস্পষ্ট সংযোগের উল্লেখ আছে। আমরা হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। তিনি একজন মহান বিশ্বাসী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। এজন্য তাকে শস্যভান্ডার এবং গুদামঘরের বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়।

৩। **পূণ্যবানতাঃ** পূণ্যবান আচরণসমূহকে কোরআন নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

"পূণ্যবানতা হচ্ছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে" (কোরআন ২:১৭৭)। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ধার্মিক নেতাদের কিছু নীতি মূখ্যরূপে বিবেচিত হয়ঃ

- তারা সঠিক কাজ করেন এবং ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অন্তরায় হতে দেন না।
- তারা ঈমানের বলে বলীয়ান।
- তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থীদের প্রতি যত্নবান হন।
- তারা এবাদতে ধীরস্থির এবং নামাজে উদার।
- চুক্তির ব্যাপারে সচেতন বা ওয়াদা রক্ষাকারী।
- সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় তারা ধৈর্য্যশীল।

সাধারণভাবে নেতাকে সংগঠনের সকলের প্রতি মর্যাদা ও সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করা উচিত এবং যথাসম্ভব ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। কোন ইসলামী সংগঠনের নেতাকে তার অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে-এটা প্রত্যাশা করা হয়।

৪। **আত্মউন্নয়নের প্রচেষ্টা**

এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সা.) আত্মউন্নতির জন্য নফসের সাথে জেহাদ করার প্রতি বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসী আছে- যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজের

জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। যারা জান মালের বিষয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে; যারা মহান গৌরবময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমস্ত লোভ লালসা সংবরণ করে"। আত্মসংগ্রামের চেষ্টা ব্যক্তিকে ঈমান থেকে ইহছান এবং ধারাবাহিকভাবে আরো উচ্চ পর্যায়ের দিকে অগ্রসর করে।

আত্মসংগ্রামের এই নীতি আত্মশুদ্ধির একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আত্ম উন্নয়ন ঘটে থাকে। নেতা এবং অনুসারীরা এই নীতি চর্চার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা ও কার্যকলাপকে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এবং এইভাবে আত্ম উন্নতি লাভ করে। তারা নিজেরা অনুশীলনের মাধ্যমে এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং অন্যদেরকেও এই আত্মউন্নতির জন্য উৎসাহিত করে।

৫। ওয়াদা পালন

সকল মুসলমান, হোক সে নেতা বা অনুসারী, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য দৃঢ়বদ্ধ থাকে এবং তারা ইসলাম বিরোধী কোন প্রতিজ্ঞা করে না। আল্লাহ বলেন, "হে মুমীনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে" (আল কোরআন, ৫ ঃ ১)। ওয়াদা রক্ষা মুসলমানের বৈশিষ্ট; আর ওয়াদাভঙ্গ করা মুনাফেকী।

ওয়াদা রক্ষা করা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন নেতাই এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি থেকে বাইরে নন। আবু দাউদ্ শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হামসা বলেন, "নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর কাছ থেকে কিছু জিনিস এনেছিলাম এবং একটা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যখন তিনদিন পর আমার মনে পড়ে ছিল তখন আমি ঐস্থানে গেলাম এবং তাঁকে স্বস্থানে দেখলাম। তিনি বললেন, আমি এখানে তোমার জন্য তিন দিন ধরে অপেক্ষ করছি।"

নেতার বৈশিষ্ট্যবলী

এতক্ষণ আমরা ইসলামী নেতৃত্বের ভিত্তিসমূহ আলোচনা করলাম। নিম্নে আমরা মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের মান নির্ধারণী যে সকল বৈশিষ্টাবলী থাকা প্রয়োজন

সেগুলো আলোচনা করব। নেতার বৈশিষ্ট্যাবলী তার আচরণকে প্রভাবিত করে। ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে যে সকল বৈশিষ্ট্যাবলী গবেষণায় পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। **সততাঃ** নেতা সৎ হিসাবে বিবেচিত হয় তার কাজ কর্মের দৃঢ়তা দ্বারা। তারা কথায় যা বলে তা কর্মে পরিণত করে। কোরআনে মূসা (আ.) কে 'দৃঢ় ও বিশ্বাস যোগ্য' বলা হয়েছে। ইউসুফ (আ.) বর্ণিত হয়েছেন একজন সত্যবাদী হিসাবে। মোহাম্মদ (সা.) 'সাদিক' (সত্যবাদী) ও 'আমিন' (বিশ্বাসী) হিসাবে তাঁর যৌবনে তদানিন্তন আরবে পরিচিত ছিলেন।

২। **যোগ্যতা/ক্ষমতাঃ** অনুসারীরা যা করছে নেতা তা জানেন- যদি বিষয়টি এ রকম হয় তবে নেতার নির্দেশ পালনে অনুসারীরা বেশী পরিমাণে অনুপ্রাণিত হবে। অনুসারীরা যদি নেতার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহে ভোগেন তাহলে তার নির্দেশ গ্রহণ করতে তারা উৎসাহ হারাবে। হলেন্ডারের মতে একজন নেতা নির্দিষ্ট একটি অবস্থায় যোগ্য হলেও অন্য অবস্থায় তিনি অনুপযুক্ত হতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ওহীর দ্বারা পরিচালিত হয়েও বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহাবীদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তা অনুসরণ করতেন। রহমানের মতে- "সক্ষম সকল সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন ও পরামর্শ দিতেন এবং এমনি করে একটি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিকে সর্বোত্তম পন্থা বের করতেন" (Rahman, 1990)।

৩। **অনুপ্রেরণা ঃ** অনুসারীরা নেতার পিছনে থেকে ভবিষ্যতে কোন মন্দা অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে এমনটি যেন প্রত্যাশা না করে। নেতা কখনো আশা হত হবেন না। একজন নেতা কীভাবে তার অনুসারীবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করেন তার একটি বাস্তব নমুনা হযরত আবু বকর (রা.) হতে আমরা শিখতে পারি। নবী করিম (সা.) এর মৃত্যুর পর মুসলমানেরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ওমর (রা.) কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁকে শান্ত করে ছিলেন নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন-

"ও লোকেরা, যদি তোমরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত মোহাম্মদ (সা.) এর এবাদত কর তাহলে জেনে নাও যে তিনি মৃত। আর যদি তোমরা আল্লাহর এবাদতী হও তা হলে জেনে নাও আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না।"

৪। **ধৈর্য্যঃ** কোরআনে আল্লাহ পাক ইসলামী নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম গুণ ধৈর্য্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। "এবং আমি উহাদিগের মধ্যে হইতে নেতা মনোনিত করিয়াছিলাম যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করিত। যখন উহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল তখন উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী" (কোরআন, ৩২ : ২৪)।

বস্তুত: একজন নেতাকে অনুসারীদের তুলনায় অধিকমাত্রায় পরীক্ষিত হতে হবে এবং তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মক্কার জিন্দেগীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাহার অনুসারীদের যে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে কষ্ট দিত তখন দ্বীনের নবী মোহাম্মদ (সা.) কিভাবে ধৈর্য্য ও নম্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিম্নোক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "সাহাবীরা যখন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে এসে তাদের ক্ষুধার কথা বলল এবং তাদের কাপড় সরিয়ে দেখালেন যে, আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে একটা পাথর বেধে রাখছি, তখন মোহাম্মদ (সা.) কাপড় সরিয়ে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দু'টো পাথর বাঁধা রয়েছে" (তিরমিজি শরীফ)।

৫। **নম্রতাঃ** একজন মুসলিম নেতা নম্র স্বভাবের হবেন এবং তিনি কখনোই নিজের মর্যাদার জন্য অহংকার বোধ করবেন না। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) একটি সাধারণ বাড়ীতে বাস করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন দেহরক্ষী ছিলনা এবং কোন রক্ষী ছাড়াই তিনি মদীনার পথে প্রান্তরে চলাফেরা করতেন। আলী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে মালিক আল আসতাবেন নোখাইকে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন দাম্ভিকতা পরিহার করে চলার জন্য। এবং কেন তিনি গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করবেন তার ব্যাখ্যাও তিনি তাকে দিয়েছিলেন এভাবে, "কখনোই নিজে একথা

বলবে না যে, আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের শাসক তোমরা নীচ ও বাধ্য হয়ে অবশ্যই আমাকে সম্মান করবে। তুমি যদি এই ধারণা পোষণ কর তাহলে মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বে। ব্যর্থ এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীতে পরিণত হবে। ধর্মের উপর বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখবে এবং অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভের চিন্তা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমাকে তৈরি করবে।"

৬। পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতাঃ ইসলাম সকল কাজকর্মে পরামর্শকে জোর দিয়ে থাকে। কোরআনের নির্দেশানুসারে "আমরুহুম শূরা বাইনাহুম"-হযরত মোহাম্মদ (সা.) সকল বিষয়ে সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা হল কোরআন ও সুন্নাহ। তবে এই ব্যাপারে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শূরা বা পারস্পরিক পরামর্শ একটি গভীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এইজন্য একজন মুসলিম নেতাকে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।

অনুসারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধরনঃ

অনুসারীদের চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টিতে নেতৃত্বের বাস্তব জীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। নেতারা যদি যথাযথভাবে তাদের সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদন করেন তাহলে এটা তাদের অনুসারীদের আচরণের উপর প্রভাব রাখে। নেতৃত্বের জন্য এরূপ গুণসম্পন্ন অনুসারীই প্রয়োজন যারা সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নেতার আনুগত্য করবেন (Backan and Badawi)।

ক) আনুগত্যঃ হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শোনা এবং তা মানাই হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য, উভয় বিষয়ই তার মতানুযায়ী হউক আর না হউক।" ইসলাম নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে এতই গুরুত্ব দেয় যে, কেউ নেতার অবাধ্য হলে তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবে কোন বিশেষ অবস্থায় তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

খ) সক্রিয় অনুসারীঃ ইসলাম জোরালভাবে নেতার নির্দেশ পালনের জন্য

উৎসাহ প্রদান করেছে তবে অন্ধভাবে বশ্যতা স্বীকার করার কথা বলা হয়নি। আর এজন্য প্রয়োজন সক্রিয় এবং বিজ্ঞ অনুসারী। একবার হযরত ওমর (রা.) এক বিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে দেন মোহরের কথা উত্থাপন করলেন। কিন্তু তিনি যা বললেন তা ইসলামের বিধি বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলনা। একজন মহিলা অবিলম্বে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "ওহে ওমর, আল্লাহকে ভয় কর।" মহিলার কথা শোনা মাত্রই ওমর (রা.) কোরআনের নির্দেশ স্মরণ করলেন, ওমর (রা.) তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং বললেন, "মহিলার বক্তব্য সঠিক এবং মুসলমানদের নেতা হয়েও তিনি ভুল করেছেন।" হযরত ওমর (রা.) এর আচরণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে অনুসারীরা নিষ্ক্রীয় নয়, নেতার আকস্মিক ভুলে তারাও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার

একজন আদর্শ মুসলিম নেতা এমন হবেন যে, তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করবেন। বিশেষ করে তিনি হবেন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী। একজন মুসলিম নেতা হবেন সত্যপরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, আন্তোন্নতির জন্য কঠোর সাধনাকারী, এবং সর্বাবস্থায় ওয়াদা পালনকারী। তিনি অন্যের সাথে পরামর্শ করবেন বিশেষ করে যেখানে তিনি যোগ্য নন। তিনি সকল বিপদ আপদে ধৈর্য্য ধারণ করবেন এবং হবেন সর্বদা বিনয়ী।

তথ্য নির্দেশিকা

1. Al-Buray. M. (1985), *Administrative Development :* An Islamic Perspective Page-248.
2. *Al-Quranul Karim*: Bengali translation of Holy Quran. Verse 68 :4
3. Barbozas American jihad : *Islam after Malcolm-x, Page 16*
4. Beekan R. and Badawi J. *The Leadership Process in Islam.*
5. Behzadnia A. and Deny,s (1981). *To the Commander in chief :* From Imam Ali to Malik E Ashter-Page -8.
6. Brahman A. (1990) *Mohammed as a Military Leader.* 170.

7. French, J. R. P and Raven. B. (1959) *The leases of social power : Studies in social power*, University Michigan. 150-167
8. Grenleaf Robert (1970) *The servant as leader*. Page 7
9. Islamic Scholar Software. (1996), *Misquote-Al-Masabih*. South Africa.
10. *Sahih Bukhari*. Hadith No-3,733.
11. Sahih Bukhari. Hadith No. 3,733
12. *Sahih Muslim*, Hadith No. 1013